

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

50651 - যবে নারী কাযা রোযা পালন করার আগহে গর্ভবতী হয়ে গছেনে বধায় রোযা রাখতে পারছে না

প্রশ্ন

হায়যেরে কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রমযানের কিছু রোযার কাযা পালন করা বাকী আছে। সে এ রোযাগুলোর কাযা পালন করার পূর্বে আগামী রমযান আসার আগহে গর্ভবতী হয়ে গছে। তার চকিৎসক মহলা ডাক্তার তাকে জানয়িছে যে, গর্ভকালীন সময়ে সে কিছুতহে রোযা রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীন সময়েও রোযা না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়ছে— শারীরকিভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গর্ভস্থ ভ্রুণেরে ওপর আশংকা থাকার কারণে। তাই সে এ দিনগুলোর রোযা রাখতে পারবে না। এ দিনগুলোর রোযার জন্য তার কি করণীয়? এবং সে যদি আগামী রমযানের রোযাগুলো পরবর্তী রমযান আসার আগে না রাখতে পারে সক্ষেত্রেও তার করণীয় কি?

প্রয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে ব্যক্তি শরয়িত স্বীকৃত কোন ওজররে কারণে রমযানের রোযা ভেঙেগছে আল্লাহ তাকে পরবর্তী রমযান আসার আগ পর্যন্ত রমযানের রোযা কাযা পালন করার সুযোগ দয়িছেন। তবে, বলিম্ব করার এ সুযোগ পয়ে কেউ যনে কাযা পালনকে মূলতবিকরার প্রতি প্ররোচতি না হয়। কেননা হতে পারে এমন কোন প্রয়োজন বা এমন কোন পরবির্তন ঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কাযা পালন করা কঠনি হয়ে যাবে কিংবা সে পালন করতে পারবে না। বিশেষতঃ নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভধারণ, হায়যেগ্রস্তু হওয়া ও নফিসগ্রস্তু হওয়ার বিষয় রয়ছে।

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করতে করতে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পরযায় শাবান মাস শেষে হয়ে যায়, কনিতু সে কাযা রোযা পালন করতে না করে: তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজর থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতহে দ্বিতীয় রমযানের পরে কাযা পালন করা তার ওপর আবশ্যক হবে। কোন কোন আলমে কাযা পালন করার সাথে প্রতদিনরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি বলছেন। যদি তার সাধ্যে থাকে এবং সে তা করে তাহলে সেটাই হছে অধিক নিরাপদ। নচে শুধু কাযা রোযা পালন করলেই চলবে।

আরও জানতে দেখুন: 26865 নং ও 21710 নং প্রশ্নোত্তর।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ মুহাম্মদ সালেহে আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে এত বলি ম্ব করছে যে, পরবর্তী রমযান চলে এসেছে তার হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলমেদরে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এক রমযানের কাযা রোযা পালনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলি ম্ব করা জায়যে নয়। কনেনা আয়শো (রাঃ) বলছেন: “আমার ওপর রমযানের কাযা রোযা থাকত যগুলো আমি শাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম না।” এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানের পরে পালন করার কোন ছাড় নাই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ওয়াজবি হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবলিম্ব কাযা রোযা পালন করা। তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো কী আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো আবশ্যিক হবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজবি করেনি। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোযা ভেঙে গেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষে দিকে রোযাগুলোর কাযা পালন শুরু করেছে। এর মধ্যে তার হায়যে শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটরি রোযা কাযা পালন রয় গেছে। এক্ষেত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগে যে রোযাটির কাযা পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কাযা পালন করা ওয়াজবি। এ বছরের রমযান মাস শেষে হলে গত বছরের যে রোযা তার ছুটে গেছে সেটোর কাযা পালন করবে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসে করা হয় যে,

এক নারী নফাসের কারণে রমযানের রোযা ভেঙে গেছে এবং দুধ পান করার কারণে কাযাও পালন করতে পারেনি। এর মধ্যে দ্বিতীয় রমযান শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজবি?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজবি হল যে দিনগুলোতে সে রোযা ভেঙে গেছে সেগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি সেটো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি দ্বিতীয় রমযানরে পরে হয় তবুও। কেননা সে বিশেষে ওজররে কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানরে মাঝে কাযা পালন করতে পারেনি। কিন্তু যদি শীতকালে কাযা পালন করা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সটো একদিন বাদ দিয়ে একদিন হলেও— তাহলে সটোই তার উপর অনবির্ষ। এমনকি সে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচতি রমযানরে য়ে রযোগুলো ছুটে গছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগহে সগেলোর কাযা পালন করা। যদি সে না পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করলেও কোন অসুবধি নহে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দিনগুলোর রযো কাযা পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়ত্বিবে থাকা ঋণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সগেলোর কাযা পালন করা অনবির্ষ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।